আলকাপের দলে আগে শিল্পীরা প্রায় সকলেই স্থানীয় ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আলকাপ পেশাদারি দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে দূরের জেলা থেকেও শিল্পীরা আসছেন। সেটাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এমনও দেখা যায় ২/৪ জন ছাড়া কোন কোন দলে সকলেই বাইরের এলাকার শিল্পী। ফলে আলকাপ গানে সংলাপ বা ছড়াগানে যে স্থানীয় কথ্যভাষার প্রচলন ছিল তা আর থাকছে না। বাইরের শিল্পীদের কেন্দ্রীয় ভাষায় সংলাপ প্রয়োগ করতে হচ্ছে। তাতে দর্শকদের সঙ্গে ভাষার নৈকট্য কমছে, কৃত্রিমতা বাড়ছে।

আগে আলকাপের বেশিরভাগ আসর বসত লোকালয় থেকে দূরে মাঠে বা বাগানে। সেখানে মেয়েদের শ্রোতা বা শিল্পী হিসাবে প্রায়ই দেখা যেত না। নিরাপত্তার একটা বড় প্রশ্ন ছিল। সেইসঙ্গে বড় বাধা ছিল সামাজিক রীতি বা অনুশাসন। কিন্তু আলকাপ ক্রমশ লোকালয়ের ভিতরে আসতে থাকায় এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজভাবনার পরিবর্তনের ফলে নারী চরিত্রে রূপদান করছে নারী শিল্পী, এখন ছোকরাদের আর প্রয়োজন হচ্ছে না। আসরের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকছে মহিলামহল। ফলে রুচিবও পরিবর্তন ঘটছে।

বর্তমানে অধিকাংশ দলই ছড়াগানের আঙ্গিককে একেবারে বাদ দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে এর আরেকটি বড় কারণ অধিকাংশ দলে বর্তমানে ছড়াদার মাস্টারের অনুপস্থিতি। তাৎক্ষণিকভাবে ছড়া তৈরি করে আসরে উপস্থাপন করার শিল্পীর বড়ই অভাব। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে ছড়াগান আর হচ্ছে না, কাব্যরস অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

উৎসপঞ্জি

১. সাক্ষাৎকার ঃ প্রবীণ শিল্পী আনেসুর রহমান, লাহাড়িয়া, বল্লালপুর, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

২. সাক্ষাৎকার ঃ ওস্তাদ ফুলচাঁদ সরকার, গোপীনাথপুর, চাঁদপুর, পাকুড়, বিহার।

Scanned with CamScanner

হচ্ছে প্রতিদিন। ফলে রসতৃপ্তি বা অবসর বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম অতি সুলভ ও অল্প সময়ে হয়ে যাবার ফলে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে আলকাপের আসরে বসে থাকছে না। ফলে দর্শকের বা শ্রোতার কথা ভেবে তারা কাপ বা ছড়া গানকে প্রায় বিদায় দিয়েছে।

৩০/৪০ বছর আগে দেখা যেত এলাকায় ক্লাবের ছেলেরা নিজেরা চাঁদা তুলে বা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে বছরে একবার দুবার যাত্রা থিয়েটার করত। আর বাকিটা অবকাশ বিনোদনের মাধ্যম ছিল এলাকায় আলকাপ গান। কিন্তু বর্তমানে কলকাতার যাত্রাদল নিয়ে এলাকায় প্রত্যেক মাসেই কয়েক দিন ধরে যাত্রার আসর বসছে। তাদের অনুকরণ করেও এলাকার আলকাপ বা পঞ্চরসের দলগুলিও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে পুরানো পঞ্চরসের আঙ্গিক ছেড়ে কেবল পালাগান আঁকড়ে ধরছে, বিকৃত হচ্ছে তার বিষয়বস্তু।

আগের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেযে হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। রুচিবোধও দিন দিন বদলাচ্ছে। ফলে আলকাপের আঙ্গিক-বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে।

আগে বেশিরভাগ আলকাপ গানের আসর বসত জুয়াড়িদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তারা জুয়ার মাধ্যমে টাকা তুলে আসরের খরচ মেটাতেন। টিকিটের প্রচলন খুব একটা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে টিকিট প্রথা চালু হবার ফলে বেশি করে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

বেকারত্বের করাল গ্রাস সর্বত্র। আগে আলকাপ দলের অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন নিরক্ষর বা সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন বা বড়জোর চতুর্থমান। কিন্তু আলকাপ দল পেশাদারি পঞ্চরস অপেরায় পরিণত হওয়ায় শিক্ষিত বেকার যুবকরাও আলকাপকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারছে। ফলে আলকাপে রুচিরও পবিবর্তন ঘটছে।

Scanned with CamScanner

আলকাপের দল মূলতঃ ছড়িয়ে আছে জঙ্গীপুর মহকুমার নানা এলা[illegible] মালদার দক্ষিণভাগে, বিহারের সীমান্তবর্তী সাহেবগঞ্জ পাকুড় জেলার বাংলা ভাষাভাষী এলাকায়। অন্য এলাকাতেও কিছু কিছু দল আছে। এই এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলকাপের বিবর্তন রূপান্তর ঘটেছে। আগে মানুষের মূল অর্থনীতি জীবন-জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। যাটের দশক পর্যন্ত মোটামুটি একই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু একদিকে গঙ্গার ভাঙন অন্যদিকে কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য ফরাক্কা থেকে জঙ্গীপুর পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে ফিডার ক্যানাল কাটা হয়েছে! তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কৃষি নির্ভর জীবন-যাত্রা অবসর বিনোদন বিনষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে এই সকল অঞ্চলে অল্প পয়সায় মজুর পাবার জন্য গড়ে উঠেছে বিড়ি শিল্প। বর্তমানে এখানকার ৯০ শতাংশের উপর লোক বিড়ি শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পূর্বে কৃষি নির্ভর জীবনযাত্রায় খরিফ শস্য বা রবি শস্য ঘরে চলে আসার পর বা কৃষিকাজের অবসর সময়ে মানুষের যে পূর্ণ অবকাশ থাকত সেই পূর্ণ অবকাশ বিড়ি শিল্পে নেই। এক হাজার বিড়ি বেঁধে বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েও মাত্র ৩০ টাকা পাওয়া যায়, সময় লাগে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা, পরিশ্রম করতে হয় প্রতিদিন, না হলে হাঁড়ি চড়ে না। ফলে সারাদিনের পরিশ্রমের পর আগের মত সারা রাত ধরে গান শোনা বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। দর্শকদের সময়ের কথা বিবেচনা করে আলকাপের আঙ্গিকগুলিকে ছোট করে ফেলতে হয়েছে। আবার কোন কোন দল ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে আসর বন্দনার পরই যাত্রাপালা শুরু করে দিয়ে আসর শেষ করে দিচ্ছে।

এলাকায় ৬০-এর দশক পর্যন্ত জঙ্গীপুর থেকে মালদা পর্যন্ত আলকাপ অধ্যুষিত এলাকায় সিনেমা হলের সংখ্যা ৫/৬টি মাত্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিডিওর যুগে এই এলাকায় কয়েক শত ভিডিও হল চলছে, তিনটি শো

Scanned with CamScanner

রূপান্তর

বিকাশ পর্যায়ের আলকাপ বিস্তৃতির পর্বে এসে 'আলকাপ পঞ্চরস' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে 'আলকাপ পঞ্চরস' অপেরা বা কেবলমাত্র পঞ্চরস অপেরা নামে পরিচিত হচ্ছে। এখন কিছু কিছু দল চিৎপুরী যাত্রা দলের মত নামের সঙ্গে কেবল 'অপেরা' কথাটি ব্যবহার করেন। যেমন 'মহাতাব অপেরা', 'জয়রাণী অপেরা', 'বাবলু অপেরা' ইত্যাদি। তবে এরা সংখ্যায় এখনও কম।

এই পর্বের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আগে যেখানে নারীদের ভূমিকায় পুরুষ ছোকরারা অবতীর্ণ হতেন সেখানে নারীচরিত্রে নারীদের আগমন ঘটল। আগে সারা রাত ধরে আসর জমে থাকত, এমনকি অনেক বেলা পর্যন্ত দর্শকদের ভিড় কমত না। সেখানে পরবর্তীকালে ৫/৬ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায়। কোন কোন দল আবার চিৎপুরী যাত্রার ঢঙে ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে আসর শেষ করে দেন। পূর্বের কাপের সঙ্গে কপ্যার সামান্য ভূমিকাটি ছাড়া তার মিল পাওয়া কঠিন। 'ছড়াগান' বহু দলেই হয় না। কোন কোন দল আবার মূকাভিনয় জাতীয় আঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার করেন। গ্রাম্য কথাবার্তা বা আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের দ্বাবা সংশ্লিষ্ট এলাকার দর্শক সাধারণের যে নৈকট্য গড়ে উঠত তার জায়গায় কেন্দ্রীয় ভাষার আগমন ঘটে। তক্তাপোষ দিয়ে বা কাঠ দিয়ে উঁচু মঞ্চ তৈরি হল। বেশ কয়েকটি দল মাইক, আলোব ব্যবহারও শুরু করেছেন। সর্বোপরি আলকাপ দলের কোন দিন পোস্টার দেখা যেত না, ঢুলিকে দিয়ে হাটে বা গ্রামাঞ্চলে ঢোল পেটাই করে খবর দিয়ে দেওয়া হত আলকাপের আসরে, কিন্তু বর্তমানে আলকাপ বা পঞ্চরস অপেরার পোস্টার মারা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বা মাধ্যমকে প্রচার হিসাবে দলগুলি ব্যবহার করছে।

রূপান্তরের কারণ

আলকাপ থেকে আলকাপ পঞ্চরস, তারপর আলকাপ পঞ্চরস অপেরা, তা থেকে আবার পঞ্চরস অপেরা হবার বা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

Scanned with CamScanner

এই সময়ে আলকাপে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে নামকরণের বিবর্তনে। আলকাপের নতুন নামকরণ হয় আলকাপ পঞ্চরস। আলকাপ শিল্পীদের অধিকাংশেরই অভিমত ঝাঁকসুই আলকাপের সঙ্গে 'পঞ্চরস' কথাটি যুক্ত করেন। আলকাপ পঞ্চরসের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরসতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে পঞ্চরস বলতে পাঁচমিশেলি আঙ্গিককে বোঝানো হয়েছে। আলকাপের বিকাশেব পর্বে আঙ্গিক ছিল প্রধানত তিনটি — বন্দনা, ছড়া ও কাপ। কিন্তু বিস্তার পর্বে যুক্ত হল আরো দুটি আঙ্গিক, তা হল — বৈঠকি গান ও যাত্রাপালা। এই পাঁচটি আঙ্গিক নিয়েই আলকাপের নামকরণ হয় — আলকাপ পঞ্চরস।

বিস্তার পর্বে উপকরণের দিক দিয়ে তবলা, বায়া, ফলোট, কনেট, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের আগমন ঘটে। পালার মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় আসতে থাকায় রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, কোটাল প্রভৃতি চরিত্রের উপযোগী সাজপোশাকের প্রচলন শুরু হয়। সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও চরিত্র উপযোগীর সাজপোশাক ব্যবহার দেখা যায়। আগে যেখানে কেবলমাত্র নারীচরিত্রের রূপদানকারী পুরুষ ছোকরারাই মেক-আপ নিতেন, এই পর্যায়ে প্রায় সকল চরিত্রেই মেক-আপ নেওয়া এক রীতি হয়ে দাঁড়ায়। আগে আলকাপের আসরে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য রাস্তা থাকত না, অভিনয় শেষ হলে শিল্পী দোহারকি হিসাবে বাজনদারদের পাশেই বসে পড়তেন। কিন্তু এই পর্বে দর্শকদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা থাকা শুরু হয়। গ্রিন রুমেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আলকাপ গান যেখানে মাঠে বা বাগানে হত সেখানে ক্রমশ লোকালয়ের দিকে আসতে শুরু করে। কোথাও কোথাও টিকিট কেটে 'আলকাপ পঞ্চরসের' অভিনয় শুরু হয়। আগে যেখানে শিল্পীরা অ্যামেচার বা অপেশাদার ছিলেন সেখানে শিল্পীদের মধ্যে ক্রমশ পেশাদারি রূপ বৃদ্ধি পায়। আগে কাপগুলি ছিল বড়, ৩/৪ ঘণ্টা সময় লাগত। কিন্তু পালার আগমন ঘটায় 'কাপ' অংশটি ক্রমশ ছোট হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

যুক্ত ছিলেন। তাহলে অনুমান করা যায়, তিনি বিশ শতকের ৪০ দশক পর্যন্ত আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১]

বিকাশের পর্যায়ের আলকাপের আঙ্গিক ছিল আসর বন্দনা, কাপ ও ছড়াগান। দ্বৈতসঙ্গীত ও বৈঠকি গান কাপেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে দুই দলে পালা গান বা তর্জা গান হত। এই পর্যায়ের আলকাপ গানে ছোকরা ছাড়া অন্য কোন শিল্পী বিশেষ মেক-আপ নিতেন না। চরিত্রোপযোগী সাজপোশাকের বাহারও সেরকম ছিল না। শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন অপেশাদার। পুরুষরাই নারী চরিত্র হিসাবে ছোকরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বাদ্য যন্ত্র হিসাবে হাঁড়ি কলসী ঝুড়ি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। ফাঁকা মাঠে বা বাগানে গান হত। এই স্তরে ৬/৭ জন নিয়েই আলকাপ দল গঠন করা যেত।[১]

বিস্তার

আলকাপ গানের আচার অনুষ্ঠান পূজা-উৎসব রীতি-নীতি নিরপেক্ষ সার্বজনীন আবেদন সর্বস্ব উপস্থাপনভঙ্গি, কৌশল-আঙ্গিকে দর্শক সাধারণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হয়। এই বিস্তৃতি বা বিস্তার ঘটতে শুরু করে ৫০-৬০ এর দশক থেকে। এই সময়ে অধিকাংশ অঞ্চলে বছরে অন্তত একবার বেশ কয়েকদিনের জন্য আলকাপের আসর বসত। সেই সময় আলকাপই এলাকার প্রধান নাট্যরস সঙ্গীতরস বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।[২]

বোনাকানাব অন্যতম শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ থানার হাঁসুপুর গ্রাম নিবাসী কবিয়াল বসন্ত সরকারের সাহচর্যে জঙ্গীপুরের ধনপত নগরের ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসু আলকাপ দল গঠন করেন। ঝাঁকসুর গুরু ছিলেন ধনপত নগরেরই নিতাই মণ্ডল। নিতাই মণ্ডলেব দল থেকে তিনটি দলের উৎপত্তি হয়। ঝাঁকসু ছাড়া অন্য দুটি দল হল বদ্দিনাথ মাস্টার ও অক্ষয় মণ্ডলের। ঝাঁকসুর সময়ে বা তার পরে মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাগুলিতে প্রায় ৫০টি আলকাপ দলের সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

আলকাপের বিকাশ, বিস্তার ও রূপান্তর

আলকাপের বিকাশের পর্যায়ের যে সমস্ত শিল্পীদের নাম শোনা যায় তাঁরা হলেন অবিভক্ত মালদা জেলার শিবগঞ্জ থান্যর মোনাকয়সা নিবাসী বনমালী সরকার ওরফে বোনাকানা, ভবতারণ সরকার, মালদার মানিকচক থানার রহিমপুর নিবাসী আলফাজ প্রমুখ। বোনাকানার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, পরবর্তীকালে প্রত্যেক শিল্পী-রসিক সমাজ তাঁকে আলকাপের স্রষ্টা বা আদিপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯৫৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায অবনীকুমার রায় মন্তব্য করেন যে, প্রথম আলকাপ রচনা করেন বোনাকানা। বনমালী সরকার ওরফে বোনাকানার জন্ম বা তাঁর আলকাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। বোনাকানাকে যাঁরা দেখেছেন বা বোনাকানার সঙ্গে গান করেছেন এমন কয়েকজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় বোনাকানার জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ খ্রি. কাছাকাছি কোন এক সময়ে। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার সুন্দরপুরের বাসিন্দা প্রখ্যাত আলকাপ শিল্পী সঙাল করুণাকান্ত হাজরা বছর ১৫ আগে কালিয়াচকে বোনাকানার ৮০ বছর বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানতে পারেন যে তাঁর পিতা বোনাকানা ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত আলকাপ গানের সঙ্গে সরাসরি

Scanned with CamScanner